

ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ, নাকি দুর্বলতার?

প্রদীপ দেব

১

উপাসনাধর্মের যতগুলো বই পাওয়া যায় - তাদের সবগুলোতেই একটি কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলার চেষ্টা করা হয়। তা হলো সৃষ্টিকর্তা খুব ক্ষমাশীল। পৃথিবীতে যত রকমের পাপ আছে, অপরাধ আছে - তার সবগুলো যতখুশি করার পরও কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি ক্ষমা করে দেন। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, *একবার হরি নামে যত পাপ হবে, মানুষের সাধ্য কি ভাই ততো পাপ করে?* সুতরাং যুক্তির খাতিরে হলেও একটা ব্যাপার চলে আসে - তাহলো পাপ করে মাফ চাইলেই হলো। কেউ কেউ বলে থাকেন - ঈশ্বর পাপীদেরই বেশি পছন্দ করেন - কারণ পাপীরাই ঈশ্বরকে ডাকে - একটু বেশি মাত্রায় ডাকে। ঐশ্বরীক ব্যাপার বাদ দিয়ে বাস্তবের দিকে চোখ দিলেও একই ঘটনা দেখা যায়। প্রচন্ড ধরণের অপরাধীদেরও আমরা মাফ করে দিই। খুব মহৎ বলেই কি আমরা তা করি? নাকি ওটা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না বলে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য আমরা মহৎ শব্দটাকে ব্যবহার করি?

১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য ধরণের অপরাধ করেছিলো যারা - তারা খুব সহজেই ক্ষমা পেয়ে গেলো। তাদের সব দোষ মাফ হয়ে গেলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব জানোয়ারদের খতম করতে হবে বলে মনে করা হয়েছিলো সেসব জানোয়াররা যুদ্ধের পরে মিশে গেলো মানুষের ভীড়ে। আস্তে আস্তে তারা আসন করে নিলো মুক্তিযোদ্ধাদের সমাজে এবং দ্রুতই পৌঁছে গেলো ক্ষমতার কাছাকাছি। সরাসরি ক্ষমতায় থাকার চেয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা সুবিধাজনক। ক্ষমতাশীলদের কাঁধে বন্দুক রেখে বেশ শিকার করা যায় তখন। দেখা গেলো এরাই সুযোগ পেলেই *সাধারণ ক্ষমার* সমালোচনা করে। নিজেদের অপরাধী মন মাঝে মাঝে বেয়াড়া হয়ে ওঠে বলেই করে। কৃতজ্ঞতার ভার বইতে না পেরেও অনেকে অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। সালাহুদ্দিন কাদের চৌধুরির পুনর্বাসন যে বঙ্গবন্ধুর মহত্বের (দুর্বলতার) কারণে হয়েছিলো তা তো অজানা নয় কারো। মেজর জিয়াউর রহমানও যে বঙ্গবন্ধুর মহত্বের ফসল তাও তো আমরা জানি। এরকম উদাহরণের কোন শেষ নেই।

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ দেশে কী করেছেন - তা কি কারো অজানা? সম্প্রতি তিনি নাকি জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আর তাঁকে নিয়ে শুরু হয়ে গেছে কাড়াকাড়ি। এরশাদের সাথে কোলাকুলি করার জন্য সেকি নির্লজ্জ ঠেলাঠেলি নেতাদের মধ্যে! জনগণকে তা দেখতে হলো। ১৯৯০ এ যারা সংগ্রাম করেছেন দিনের পর দিন - রাজপথে থেকেছেন - জেল খেটেছেন - যারা প্রাণ দিয়েছেন - তাদের সবার কথা ভুলে গেলেন নেতারা - ক্ষমতার লোভে। ক্ষমতায় যাবার জন্য ক্ষমা চাওয়া যায় - আর চাহিবা মাত্র যা পাওয়া যায় - তা চাইবে না কেন? দলীয় লোক হলে ফাঁসির দন্ডও মাফ হয়ে যায় বাংলাদেশে। আওয়ামী লীগ সহ চৌদ্দদল - যাদের আমরা প্রগতিশীল বলে মনে করতাম - তারা এরশাদকে দলে নিয়েছেন। এটা কি তাদের মহত্ব?

২

এরশাদকে দলে নেওয়ার পরে আমরা কি ভাবতে পেরেছিলাম যে এরচেয়েও জঘন্য জিনিস অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য! শায়খুল হাদিসের সাথে লিখিত সমঝোতা চুক্তি করেছে আওয়ামী লীগ। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক বলে যে দলকে আমরা জানি - সে আওয়ামী লীগ একটা চুক্তি করেছে - যেখানে বলা হচ্ছে

বাংলাদেশে ব্লাসফেমি আইন পাস করা হবে, ফতোয়াবাজি আইনসিদ্ধ হবে, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার থাকবে না, মুক্তচিন্তা বলে কোন জিনিস আর থাকবে না বাংলাদেশে। ঘুরিয়ে পঁচিয়ে অনেক কথা বলা হবে আওয়ামী লিগের পক্ষ থেকে। যা ওরা সবসময়েই বলে থাকে। কিন্তু আসল কথা হলো এই। ক্ষমতায় যাবার জন্য নাকি তারা যা কিছু করা দরকার তা করবে। তাহলে বিএনপি তা করলে দোষ কী? আওয়ামী লিগ যে শয়তানীতে বিএনপি-র মতো স্মার্ট নয় তা তো সবাই জানে। কে কত বেশি শয়তান হতে পারে - তা যদি যোগ্যতা প্রমাণের প্রধান উপায় হয় - তাহলে মানুষ স্মার্ট শয়তানকেই বেশি পছন্দ করবে।

যে চুক্তি আওয়ামী লিগ করলো (এখানে চৌদ্দ দল বলবো না - কারণ আমি বিশ্বাস করি অনেকেই আওয়ামী লিগের এ ভন্ডামির দায় নিতে চাইবেন না) তা হলো প্রগতিশীলদের গালে চড় মারা। আওয়ামী লিগ তা বেশ দ্রুতই করলো। ধন্যবাদ আওয়ামী লিগকে। একটা প্রগতিশীলতার মুখোস মুখের সামনে ধরে রাখা খুব কষ্টকর। এখন তা খসে পড়লো। মুহম্মদ জাফর ইকবালের মতো করে বললে বলতে হয়, আওয়ামী লিগ তাদের এতদিনের সব অর্জনকে শূন্য দিয়ে গুণ করে ফেললো আবার।

৩

বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থা, কিছু মানুষের হাতে বিপুল টাকা ও বিপুল ক্ষমতা, কালো টাকা সাদা হয়ে যায় আইনগত ভাবেই। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন কিনতে পাওয়া যায় লক্ষ লক্ষ টাকায়। বিসিএস পরীক্ষার খাতা বাসায় বসে লিখে নিয়ে পরে জমা দেয়া যায় লাইন থাকলে। পরীক্ষা না দিয়েও পাস করে ফেলা যায়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেলে - টাকা থাকলে নিজেদের বাড়িতেই খুলে দেয়া যায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার জন্য নিজের গার্মেন্টস কোম্পানির শত শত মুসলমান শ্রমিককে শাঁখা সিঁদুর ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে জনসভায় নিয়ে গিয়ে শত শত হিন্দুর বিএনপি-তে যোগদান বলে চালিয়ে দেয়া যায়। সব অসম্ভবই সম্ভব বাংলাদেশে। তারপরও একটা বিশ্বাস ছিলো যে কিছুটা মূল্যবোধ এখনো অবশিষ্ট আছে কোথাও না কোথাও। কিন্তু মনে হচ্ছে তা নেই আর। যাদের আছে - তাঁরা এখন বড় বেশি সংখ্যালঘু। আর সংখ্যালঘুদের স্থান কোথাও নেই। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মিশে থাকতে পারে মানুষের ভীড়ে। কিন্তু মুক্তচিন্তার মুষ্টিমেয় মানুষেরা কোথায় যাবে আজ?

৪

বাংলাদেশে গত পাঁচবছরে কোন কিছুই উন্নতি হয়নি। ঠিকমতো বিদ্যুৎ নাই, পানি নাই, গ্যাস নাই, মানুষের নিরাপত্তা নাই, মানুষ ছাড়া আর কোন জিনিসের দাম কমে নাই, চারদিকে শুধু নাই আর নাই। এর মধ্যেই ভোটের মাঠে নতুন পুরাতন অনেক মুখ দেখা দেবে। বন্দুকওয়ালা বন্ধুদের সাথে নিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইবে ভোটপ্রার্থীরা। মানুষ ভোট দিতে যাবে। মস্তবড় চোর জেনেও সবকিছু ক্ষমা করে দিয়ে আবারো ভোট দেবে। এ ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ নয় কিছুতেই, এ ক্ষমা উপায়হীন অক্ষমতার।

২৬ ডিসেম্বর ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া